Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 57-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পুরুষার্থ ভাবনা : প্রেক্ষাপট চার্বাকদর্শন

দেবব্রত সাহা
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Indian Ethics we can see Dharma, Artha, Kama and Moksha as the highest end of life (parama purusartha), but in Charvaka school of Indian Philosophy kama is the most desired and so it is the highest end of life. The Charvakas denied the Indian ethical system and tried to establish materialism.To them for the survival of the human being the most imporant thing is physical comfort and to get physical comfort we need artha (money) and that is why the Carvakas accept artha as the purusartha or end of life, but the kama is the highest end of life. According to them physical comfort is more important than spiritual values. There is no need to accept dharma and moksha as end of life because it has no power to provide phisical comfort, it stands only for spiritual value. In this short discourse I want to highligh the main features of charvaka materialism, in this regard I would like to focus mainlly the idea of purusartha in the light of Charvaka Ethics.

যে বস্তু পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে তাই পুরুষার্থ। "যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, স পুরুষার্থঃ"। অর্থাৎ যার দ্বারা পুরুষ প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ পুরুষ যা পরম কাম্য বলে গ্রহণ করে তাই পুরুষার্থ।[1] সাধারণভাবে বলা যায়, পুরুষ বা মানুষের যা অভীষ্ট, পুরুষের যা লক্ষ্য, সে যা চায়, যার জন্য সে সচেষ্ট হয়, তাই পুরুষার্থ।

ভারতীয় নীতিতত্ত্বে পুরুষার্থকে 'সাধ্য' রূপে অভিহিত করা হয়। যা সাধনালব্ধ তাই সাধ্যরূপে বিবেচিত। পুরুষার্থের সহায়ক যে কাম্য বস্তু তা শুধুমাত্র সাধানার দ্বারা লাভ করা যায়। তাই পুরুষার্থ চরম ও পরম মূল্যবান। পুরুষার্থ লাভে মানুষের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থ বা পরমকাম্য বস্তুর উল্লেখ আছে। এখানে ধর্ম বলতে সদ্‌গুণ, অর্থ বলতে সম্পদ, কাম বলতে সুখ এবং মোক্ষ বলতে আত্মোপলব্ধিকে বোঝানো হয়েছে। এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ লাভের উপায় আর মোক্ষ হল পরমার্থ বা পরম পুরুষার্থ। জীবের মূল্য বা পুরুষার্থই ইষ্ট বা কাম্য বস্তু। পুরুষার্থ চতুষ্টয় সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার মূল কাঠামো রচিত হয় বৈদিক যুগে। বেদে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ও সামাজিক ধারণার বিবর্তনের যে তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে দিয়ে চতুর্বর্গের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে বেদের কোনো স্থানেই চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ শব্দের উল্লেখ নেই। পুরাণ ও মহাভারতের যুগ থেকেই পারিভাষিক শব্দরূপে পুরুষার্থ শব্দ প্রয়োগ হয়েছে। তবে বেদ বিরোধী দর্শনেও পুরুষার্থ তথা পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে এমন বস্তু হিসাবে পুরুষার্থের আলোচনাও অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বেদ বিরোধী হিসাবে যে সম্প্রদায়গুলি অধিক প্রচলিত সেগুলি হল চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়। এই তিন

[1] শাস্ত্রী, পঞ্চানন : *চার্বাক দর্শনম্*, পৃ. ১৬

বেদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্বাক দর্শন সম্প্রদায় অন্যতম। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে চার্বাকদের নাস্তিক শিরোমণি বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বস্তুবিশ্বকে মিথ্যা বলে উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু চার্বাকদর্শন সম্প্রদায় বস্তুবিশ্বকে, পরিদৃশ্যমান জগতকে একান্ত সত্য বলে স্বীকার করেছেন। আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধ যেহেতু চার্বাকদর্শনের প্রেক্ষাপটে পুরুষার্থ ভাবনা, তাই এখন চার্বাকদর্শনের আঙ্গিকে পুরুষার্থ সম্পর্কিত একটি ধারণা উপস্থাপন করবো। চার্বাকদের পুরুষার্থ ভাবনা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী।

ভারতীয় নৈতিকতার মূল স্রোতের নিরিখে বিচার করলে চার্বাকদের নীতিচিন্তার সবচেয়ে বিতর্কিত অংশটি হল তাঁদের পুরুষার্থ সম্পর্কিত ধারণা। চার্বাকদর্শন অঙ্গনালিঙ্গন জনিত সুখকে অর্থাৎ কামকে পরম পুরুষার্থ রূপে ঘোষণা করে ভারতীয় দর্শনের আঙিনায় সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। অর্থাৎ মূল স্রোতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে চার্বাকরা দাবী করেন একমাত্র কামই হল পুরুষার্থ। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে মাধবাচার্য্য চার্বাক মত সঙ্কলন প্রসঙ্গে পুরুষার্থ সম্পর্কিত ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বলেন, 'অঙ্গনার আলিঙ্গন ও অন্যান্য কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তি জন্য যে সুখ তাই পুরুষার্থ'[2] । মাধবাচার্য্যের এই বিশ্লেষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, চার্বাক স্বীকৃত পুরুষার্থের আলোচনায় 'কাম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকেরা 'কাম' কে একটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। সঙ্কীর্ণ অর্থে 'কাম' শব্দের অর্থ স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কজাত অনুভূতি। এ ধরণের কামকে চার্বাকগণ পুরুষার্থ বলেন না। তাঁরা বলেন, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জন্য সুখ বিশেষই কাম পদবাচ্য।

কামকে মুখ্য পুরুষার্থ বলে স্বীকার করার বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে যে, কামজ সুখ সবসময়ই দুঃখ সম্পৃক্ত। মানুষ দুঃখ চায় না, দুঃখ পরিহার করতেই চায়। কাজেই যে ধরণের সুখে দুঃখ অপরিহার্য সে ধরণের সুখ কখনই মুখ্য পুরুষার্থ হতে পারে না। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, চতুর্বর্ণের সমর্থক বৈদিক দার্শনিকেরা এই যুক্তিতেই কেবলমাত্র ধর্ম, অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ না বলে মোক্ষকে চরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। অর্থ ও কামের কথা তো বলাইবাহুল্য, এমনকি ধর্ম জনিত সুখকেও চিরস্থায়ী বলা যায় না বলে ধর্মাতিরিক্ত পুরুষার্থ স্বীকার করা প্রয়োজন বলে বৈদিক দার্শনিকেরা মনে করেন।

কামকে পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করার আপত্তির উত্তরে চার্বাকরা বলেন, কামজ সুখ দুঃখ মিশ্রিত হতেই পারে। কিন্তু দুঃখ মিশ্রিত হলেই যে মানুষ সেই সুখকে পরিত্যাগ করবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হল সুখ ভোগের পথে যতটা সম্ভব দুঃখকে পরিহার করার চেষ্টা করা এবং যে ক্ষেত্রে যতটা সুখ আহরণ করা সম্ভব ততটাই আহরণ করা। চার্বাকদের বক্তব্য হল দুঃখের আশঙ্কায় সুখকে পরিত্যাগ করা মনুষ্যোচিত কাজ নয়। তাই চার্বাকষষ্ঠীতে বলা হয়েছে, 'বিষয় প্রাপ্তি জন্য সুখ দুঃখের দ্বারা সংসৃষ্ট বলে তা পুরুষগণের ত্যাজ্য হবে—এ ধরণের বিচার মূর্খতার পরিচায়ক'। এই জগতে এমন কোন সুখার্থী আছে কি যে তুষযুক্ত ও কণাযুক্ত বলে সিতবর্ণের উত্তম তণ্ডুলযুক্ত ধানকে পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করবে? চার্বাকরা আরও দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, বস্তুতপক্ষে দুঃখের সম্ভবনায় আমরা সুখ জনক কাজ থেকে বিরত থাকি না। হরিণ এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেবে এই ভয়ে যেমন কৃষকরা কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকে না, তেমনি অন্যত্রও দুঃখের ভয়ে সুখের অন্বেষণ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় চার্বাকদের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি তুলে বলেন, যদি সুখকেই পুরুষার্থ বলে গণ্য করতে হয় তাহলে স্বর্গ সুখের উপযোগী ধর্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য হওয়া উচিত, কেননা, স্বর্গসুখ অন্যান্য যে কোন সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এই মতের সমালোচনা করে চার্বাকরা বলেন, স্বর্গসুখ সোনার পাথর বাটির ন্যায় অলীক কল্পনামাত্র, ঐহিক সুখই একমাত্র বাস্তব সত্য। স্বর্গের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই বলেই স্বর্গসুখ কাল্পনিক বিষয়।

আস্তিকরা বেদবাক্যকেই স্বর্গের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে স্বীকার করেন এবং দাবী করেন বেদবিহিত কর্ম যথাযথভাবে সাধন করা হলে স্বর্গলাভ করা সম্ভব। আস্তিকদের এই দাবীকে নস্যাৎ করে চার্বাক সম্প্রদায় বলেন, বেদবিহিত এমন কিছু কর্ম আছে যা অভিপ্রেত দৃষ্ট ফল উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়। যেমন, বেদে বলা হয়েছে পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উক্ত যজ্ঞ করার পর অভিপ্রেত ফল লাভ করেন না। ফলে বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। একটি বেদবাক্য যদি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বেদ কর্তাকে আপ্ত বলা যায় না।

---

[2] শাস্ত্রী, পঞ্চানন : *চার্বাক দর্শনম্*, পৃ. ১৪

চার্বাকদের এই যুক্তির উত্তরে আস্তিক দার্শনিকেরা বলেন, যজ্ঞ সম্পাদন করলেই ফললাভ করা যাবে এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, যজ্ঞ সম্পাদনে প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ আবশ্যক। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করা সত্ত্বেও যদি প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ না হয় তাহলে ফললাভ সম্ভব নয়। সুতরাং যাগজনিত দৃষ্টফল উৎপন্ন না হলেই সেই যাগের উপদেশক বেদবাক্যকে মিথ্যা বলা যায় না। আস্তিকদের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যদি পুত্রেষ্টি যাগের পর যজমান পুত্র লাভ করেন তাহলে বলা যাবে বাক্যটির সত্যতা প্রমাণিত হল, অথচ যদি যজমান অভিপ্রেত ফললাভ না করেন তাহলে বলা হবে ফললাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ হয় নি বলেই যাগ ব্যর্থ হয়েছে। অতএব বেদবাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণের যাবতীয় সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। এরকম ঘটলে বলতে হয় যে, যে কোন যজ্ঞ যে কোন ফল উৎপন্ন করতে পারে। যেমন, সেক্ষেত্রে দাবী করা যাবে যে, 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে রাজ্য লাভ করা যায়' এই বাক্যটিও সত্য। কোন ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রাজ্য লাভ না করলেও ঐ বাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হবে না, কেননা, সেক্ষেত্রেও বলা যাবে যে যাগানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ হয় নি বলেই অভিপ্রেত ফললাভ হয় নি। এভাবে যে কোন ফলের প্রতি যে কোন যাগের কার্যকারিতা সিদ্ধ হলে বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ যজ্ঞ করার বৈদিক বিধির কোন প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না। সুতরাং এস্থলে বলা যায়, যে যুক্তি গ্রহণ করলে বেদবাক্য তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় সেই যুক্তি প্রয়োগ করে বৈদিক দার্শনিকেরা কী ভাবে চার্বাকমত খণ্ডন করার চেষ্টা করবেন?

চার্বাকরা যে শুধুমাত্র স্বর্গসুখের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন তাই নয়, তাঁরা পরলোক ও জন্মান্তরের সম্ভাবনাও অস্বীকার করেন। চার্বাকদের মতে, ইহলোকে দেহের নাশ হওয়ার পর আত্মার কোন অস্তিত্বই থাকে না বলে সেই আত্মার বাসস্থানরূপে পরলোককে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় না। বৃহস্পতিসূত্রে তাই বলা হয়,

''নাস্তি পরলোকঃ।
পরলোকিনাহভাবাৎ পরলোকাভাবঃ''।[3]

নৈতিকতা সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরলোক ও জন্মান্তর অস্বীকৃতি সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আস্তিক সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সংক্রান্ত তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল কর্মফলবাদ এবং পরলোক ও জন্মান্তরের সম্ভবনাকে স্বীকার না করলে প্রচলিত কর্মফলবাদকে স্বীকার করা যায় না। যদি পরলোকে বা জন্মান্তরে কর্মফল লাভের সম্ভবনাকে অস্বীকার করা হয় তাহলে নৈতিক জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন এরকমভাবে তোলা যেতে পারে যে, পরলোক, জন্মান্তর, আস্তিক-স্বীকৃত কর্মফলবাদ ইত্যাদিকে অস্বীকার করলে নৈতিকতার কি আর কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে? নৈতিক আচরণ এবং অনৈতিক আচরণের মধ্যে যদি কোন ফলগত পার্থক্য না থাকে তাহলে কেনই বা একজন ব্যক্তি অহেতুক নৈতিক আচরণ করবে? বস্তুত পক্ষে এই প্রশ্নের চার্বাক সম্মত উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চার্বাকরা বিশ্বাস করেন, যে সকল কাজ এই জীবনে সুখভোগে সাহায্য করে সেই সকল কাজ নৈতিক কাজ। আর যে সকল কাজ বিপরীত ফল প্রদান করে স্বাভাবিক ভাবেই সেই সকল কাজ অনৈতিক কাজ।

বৃহস্পতির মতে, কামই (স্ত্রী-সঙ্গ জনিত বিমল আনন্দই) একমাত্র মুখ্য পুরুষার্থ। অর্থ পুরুষার্থ নয়। কারণ অর্থ বিমল আনন্দের হেতু নয়। এই জন্য বৃহস্পতি বলেছেন—কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ[4] । এখানে এক ও এব শব্দের দ্বারা অন্যরূপ কাম প্রভৃতির পুরুষার্থত্ব নিষিদ্ধ হয়েছে। কোন কোন চার্বাক বলেছেন অর্থ না হলে সংসার যাত্রা নির্বাহ হয় না, সুখে জীবন যাপন করা যায় না। অতএব অর্থও পুরুষার্থ। তাই মাধবাচার্য্য বলেছেন অর্থ কামৌ এব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ। বৃহস্পতির অর্থশাস্ত্রে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে। সুরগুরুর মতে বস্তুতঃ অর্থ মুখ্য পুরুষার্থ নয়। অর্থ কামের সাধন হওয়ায় গৌণ পুরুষার্থ। চার্বাক মতে প্রসিদ্ধ ধর্ম ও মোক্ষ পুরুষার্থ নয়। কারণ ধর্ম নাই, যেহেতু ধর্ম প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়। আবার দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ। দেহের উচ্ছেদ ছাড়া অপর কোন মোক্ষ নাই বলে মোক্ষ পুরুষার্থ নয়।

চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনে উক্ত হয়েছে যে, সমস্ত জগত দুঃখময় এবং জীব অজ্ঞতার জন্য এই দুঃখকে ভোগ করে। মোক্ষ লাভই জীবকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এপ্রসঙ্গে চার্বাক সম্প্রদায়ের মত হল জীবের সঙ্গী সুখ-দুঃখ জীবের কর্মের

[3] বার্হস্পত্যসূত্রম্
[4] বার্হস্পত্যসূত্রম্

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তাই জীবিত অবস্থায় দুঃখের চিরনিবৃত্তি কখনোই সম্ভব নয়। একমাত্র জীবের মৃত্যুতেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী চার্বাকগণ অপার্থিব, অতীন্দ্রিয় স্বর্গসুখ কিংবা মোক্ষের তুলনায় পার্থিব, প্রত্যক্ষগম্য ইন্দ্রিয় সম্ভোগকে প্রেয়তর ও শ্রেয়তর মনে করেন। দেহ থেকে স্বতন্ত্র আত্মাকে অস্বীকার করে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ বলেছেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটায় পরিস্ফুট হয় যে, মানুষ স্বভাব নিয়মে সুখলাভ ও দুঃখ বর্জন করে থাকেন। তাঁদের কাছে দেহধর্ম একমাত্র ধর্ম। দেহধর্মের চরিতার্থতাই মোক্ষ।

চার্বাকদের পুরুষার্থের ভাবনা অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সুখকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করার অর্থ হল একথা স্বীকার করা যে, সকলের পক্ষেই এই সুখ লাভ করা সম্ভব এবং সকলেরই এই সুখের সাধনা করা কর্তব্য, তা হলেই বোঝা যায় যে, সেই সুখ কখনওই স্থুল সহজলভ্য এবং নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে না। এখানে সুখ নৈতিক বিচারের মানদণ্ডরূপেই বিবেচিত। চার্বাক দার্শনিকেরা সেই সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে সকলের পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব। তাঁরা এমন এক সুখকে কাম্য বলে মনে করেছিলেন যা সকলে মিলে একসাথে ভোগ করা যায়, যে সুখভোগ ইহজগতেই স্বর্গের সন্ধান দিতে পারে। চার্বাক মতে মৃত্যুই সবকিছুর পরিসমাপ্তি। তাঁরা বলেন, যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। তাঁদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই কথায় পরিস্ফুট হয় যে, মৃত্যুটাও যেন সুখকর হয়। কেননা মৃত্যু মানেই যন্ত্রণাদায়ক। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও সুখ যেন তাঁর সঙ্গ না ছাড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী

মূল গ্রন্থ (বাংলা সংস্করণ)

ক্র.**স.**	**সংক্ষিপ্ত রূপ**	**পূর্ণাঙ্গ রূপ**
1.	ভট্টাচার্য শাস্ত্রি, পঞ্চানন (অনুদিত): *চার্বাকদর্শনম্*-	ভট্টাচার্য শাস্ত্রি, পঞ্চানন (অনুদিত): *চার্বাকদর্শনম্*-, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
2.	ভট্টাচার্য, অমিত **:** *চার্বাক দর্শনম্*	ভট্টাচার্য, অমিত : *চার্বাক দর্শনম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম প্রকাশ ১৪১২ বঙ্গাব্দ।
3.	পাহাড়ী**,** অন্নদাশঙ্কর (সম্পাদিত) : *মনুসংহিতা*	পাহাড়ী, অন্নদাশঙ্কর (সম্পাদিত) : *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ ১৯ শে আগস্ট ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।
4.	ব্রহ্ম**,** নলিনীকান্ত (সম্পাদিত) **:** *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত)	ব্রহ্ম, নলিনীকান্ত (সম্পাদিত) : *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা সংস্করণ)

5.	অনির্বাণ **:** *বেদ মীমাংসা*, ১ম খণ্ড	অনির্বাণ **:** বেদ মীমাংসা ১ম খণ্ড, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ।
6.	গুপ্ত, দীক্ষিত **:** *নীতিবিদ্যা*	গুপ্ত, দীক্ষিত **:** নীতিবিদ্যা, পরিবেশক প্রেস, ১ম প্রকাশ ২০০৩
7.	চক্রবর্তী, তপন কুমার **:** *দর্শনসমীক্ষা*-	চক্রবর্তী, তপন কুমার **:** দর্শন-সমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।
8.	চক্রবর্তী, নীরদবরণ **:** *ভারতীয় দর্শন*	চক্রবর্তী, নীরদবরণ **:** ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ।
9.	দাস, করুণাসিন্ধু **:** *প্রাচীন ভারতের*	দাস, করুণাসিন্ধু **:** প্রাচীন ভারতের ভাষা দর্শন,

	ভাষা দর্শন	প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।
10.	দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ : *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*	দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ : ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, চিরায়ত প্রকাশন, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
11.	দাস, চন্দনা : *ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তির স্বরূপ*	দাস, চন্দনা : ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তির স্বরূপ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ।
12.	দাস, মায়া : *ষড়্দর্শনে পুরুষার্থ বিচার*	দাস, মায়া : ষড়্দর্শনে পুরুষার্থ বিচার, শ্রীলক্ষ্মীপ্রেস, বোলপুর, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।
13.	চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার (সম্পাদক) : *ভারতকোষ* (সুশীল কুমার দে)	চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার (সম্পাদক) : ভারতকোষ (সুশীল কুমার দে), (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা, প্রকাশকাল, অপ্রাপ্ত
14.	বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি : *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*	বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি : বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।
15.	ভট্টাচার্য, মোহন (সংকলক) : *ভারতীয় দর্শনকোষ*, ১ম খণ্ড	ভট্টাচার্য, মোহন (সংকলক): ভারতীয় দর্শনকোষ (প্রথম খণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।
16.	ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র : *ভারতদর্শনসার*	ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র : ভারতদর্শনসার, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
17.	ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ : *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*	ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ : ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।
18.	ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ : *ধর্ম ও সংস্কৃতি* (প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট)	ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ : ধর্ম ও সংস্কৃতি (প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।
19.	ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ : *চার্বাকচর্চা*	ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ : চার্বাকচর্চা, সদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ।
20.	ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র : *ভারতীয় দর্শন*	ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র : ভারতীয় দর্শন, বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।
21.	মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার : *ভারতীয় দর্শন*	মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার : ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।
22.	শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন : *চার্বাক দর্শন*	শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন : চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।
23.	শ্রী অরবিন্দ : *বেদরহস্য (উত্তরার্ধ)*	শ্রী অরবিন্দ : বেদরহস্য (উত্তরার্ধ), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ।
24.	সরকার, সোলায়মান আলি : *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*	সরকার, সোলায়মান আলি : ভারতীয় দর্শন পরিচিতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
25.	চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (বঙ্গানুবাদ) : *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* (সায়ন মাধবীয়)	চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (বঙ্গানুবাদ) : সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়), সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

26.	সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার (বঙ্গানুবাদ) : *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* (সায়ন মাধবীয়)	সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার (বঙ্গানুবাদ) : সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়), সদেশ, কলকাতা ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ।
27.	সান্যাল, ইন্দ্রাণী ও রত্না দত্ত শর্মা : *ধর্মনীতি ও শ্রুতি*	সান্যাল, ইন্দ্রাণী ও রত্না দত্ত শর্মা : ধর্মনীতি ও শ্রুতি, সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ।
28.	সাহা, বিশ্বরূপ : *নাস্তিকদর্শন পরিচয়*	সাহা, বিশ্বরূপ : নাস্তিকদর্শন পরিচয়, সদেশ, কলকাতা ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ।
29.	সেন, দেবব্রত : *ভারতীয় দর্শন*	সেন, দেবব্রত : ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।
30.	স্বামী বিবেকানন্দ : *গীতাপ্রসঙ্গ*	স্বামী বিবেকানন্দ : গীতাপ্রসঙ্গ, উইনিয়ান প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

মূল গ্রন্থ ও **সহায়ক গ্রন্থ** (ইংরেজি সংস্করণ)

ক্র.স.	সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণাঙ্গ রূপ
31.	Dusgupta, S.N. : *A History of Indian Philosophy*	Dusgupta, S.N. : A History of Indian Philosophy, Cambridge University Press, Vol. I, 1969.
32.	Hiriyanna, M. : *Outlines of Indian Philosophy*	Hiriyanna, M. : Outlines of Indian Philosophy, George Allen & Unwin Ltd., London, 1968, 1st Publication 1932.
33.	Radhakrishnan. S. : *INDIAN PHILOSOPHY*, Volume 2	Radhakrishnan. S. : INDIAN PHILOSOPHY (Volume 2), OXFORD University Press, 1st published, 1923
34.	Radhakrishnan : *Indian Philosophy*	Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol. I, New York, The Macmillan Co., London, George Allen & Unwin Ltd., 1st Publication 1923.
35.	Sharma, C. D. : *A Critical Survey of Indian Philosophy*	Sharma, C. D. : A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 1976, 1st Publication 1960.

পত্র-পত্রিকা (বাংলা)

36.	চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদক) : *ভারতীয় ধর্মনীতি*	চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদক) : ভারতীয় ধর্মনীতি, সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

পত্র-পত্রিকা (ইংরেজি)

37.	Bhattachayya, Biswabandhu : *Bharatiya Darsane Duḳha*	Bhattachayya, Biswabandhu : Bharatiya Darsane Duḳha, Vol- 6, no-1, 1969; Visva-Bharati journal of philosophy.
38.	Creel Austin . B : *Dharma as an Ethical Category Relating to Freedom and Responsibility*	Creel Austin . B : Dharma as an Ethical Category Relating to Freedom and Responsibility, Vol -22, no. 2, 1972 , Philosophy East and West.
39.	Dhand, Arti : *"The Dharma of Ethics"; Quizzing the ideals of Hinduism*	Dhand, Arti : "The Dharma of Ethics"; Quizzing the ideals of Hinduism, Vol -30, no. 3, 2002 Blackwell Publishing Ltd.